কলকাতা হাইকোর্টের
সাংবিধানিক রিট এক্তিয়ার
আপিল বিভাগ

মাননীয় বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য

২০২৩ সালের ডব্লিউ. পি. এ. নম্বর ৯৯৪৩

সেন্ট মেরি টেকনোলজিক্যাল ফাউন্ডেশন এবং আরেকজন
বনাম
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ সঞ্চালন সংস্থা লিমিটেড এবং অন্যান্য

আবেদনকারীদের জন্য :	শ্রী উৎপল দাস
ডব্লিউ. বি. এস. ই. টি. সি. এল-এর জন্য :	শ্রী সুমিত কুমার পাঞ্জা শ্রী সুমিত রায়
শুনানি শেষ হয়েছে :	০৫.০৯.২০২৩
বিচার :	**২৯.০৯.২০২৩**

বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য -

১. আবেদনকারী নং ১ হল কোম্পানি আইনের ২৫ ধারার অধীনে নিবন্ধিত একটি সংস্থা, যার ঘোষিত উদ্দেশ্য হল দেশগুলিতে, বিশেষ করে খ্রিস্টান সংখ্যালঘু এবং সমাজের দুর্বল অংশের শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষার সুযোগের প্রচার করা।

২. প্রথম আবেদনকারী হলেন প্রশ্নবিদ্ধ প্লটের সম্পূর্ণ মালিক। দ্বিতীয় আবেদনকারী হলেন পূর্ব ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং দুর্বল শ্রেণীর শিক্ষাগত স্বার্থে উক্ত জমিতে প্রথম আবেদনকারী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি কারিগরি ক্যাম্পাস এবং এটি বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দ্বারা অনুমোদিত।

৩. ১ নং-ট্রান্সমিশন কোম্পানি উক্ত সম্পত্তির উপর হাই-টেনশন ওভারহেড লাইন স্থাপন করছে, যার ফলে আবেদনকারীদের পক্ষে ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং সমাজের দুর্বল অংশের জন্য প্রস্তাবিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়েছে। যুক্তি দেওয়া হয় যে সংবিধানের ৩০ নং অনুচ্ছেদে সংখ্যালঘুদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার অধিকার প্রদান করা হয়েছে। এর (১ক) প্রকরণ বলা হয়েছে যে, সংখ্যালঘুদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনও সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণের বিধান সম্বলিত কোনও আইন প্রণয়নে রাজ্য নিশ্চিত করবে যে, এই ধরনের সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য আইন দ্বারা নির্ধারিত বা নির্ধারিত পরিমাণ এমন হবে যা সেই ধারার অধীনে প্রদত্ত অধিকারকে সীমাবদ্ধ বা বাতিল করবে না।

৪. বিদ্বান কৌঁসুলি উক্ত বিধানের উপর নির্ভর করে এবং যুক্তি দেন যে ডব্লিউবিএসইটিসিএল (পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ সঞ্চালন সংস্থা লিমিটেড) আবেদনকারীদের সাংবিধানিকভাবে নিশ্চিত অধিকার লঙ্ঘনের চেষ্টা করছে।

৫. পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নীতি এবং ৩১ জানুয়ারী, ২০১৩ তারিখের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের নির্দেশিকা, যা ১ ফেব্রুয়ারী, ২০১৩-এ সরকারী গেজেটে বিজ্ঞাপিত হয়েছিল, এর উপর নির্ভর করে। বিশ্ববিদ্যালয়, যে জমিতে এটি স্থাপন করা হয়েছে সেটিকে ভারমুক্ত থাকতে হবে, যদি উল্লিখিত সম্পত্তির উপর হাই টেনশন (এইচটি) লাইন স্থাপন করা অব্যাহত থাকে তবে কোন বিধানটি পূরণ হবে না।

৬. আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী রেভারেন্ড সিধাজভাত সভাট এবং অন্যান্য বনাম বোম্বে রাজ্য এবং অন্যটির রায়ের উপর নির্ভর করে, যেখানে ৩১ (১) অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছে যে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, উক্ত বিধানের অধীনে প্রতিষ্ঠিত অধিকার একটি মৌলিক অধিকার যা শর্তসাপেক্ষে পরম ঘোষণা করা হয়েছে। ১৯ অনুচ্ছেদের দ্বারা প্রদত্ত মৌলিক স্বাধীনতার বিপরীতে, এটি যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধের সাপেক্ষে নয়, তবে সংখ্যালঘুদের নিজস্ব পছন্দের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে সুরক্ষার জন্য একটি প্রকৃত অধিকার হওয়ার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট আরও পর্যবেক্ষণ করেছে যে অধিকারটি কার্যকর হওয়ার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে এবং সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে নয়, বরং জনসাধারণ বা সামগ্রিকভাবে জাতির স্বার্থে পরিকল্পিত তথাকথিত নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপের দ্বারা হ্রাস করা উচিত নয়। অন্যথায়, ৩০ (১) অনুচ্ছেদের অধীনে গ্যারান্টিযুক্ত অধিকারটি একটি "টিজিং বিভ্রম", অবাস্তবতার প্রতিশ্রুতি হবে।

৭. এরপরে বিজ্ঞ আইনজীবী দ্য সোসাইটি অফ সেন্ট জোসেফস কলেজ বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্যদের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যেখানে সুপ্রিম কোর্ট অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বলেছিল যে, সম্পত্তি বাধ্যতামূলক অধিগ্রহণের জন্য সাধারণভাবে বিধান করা একটি আইনে, তার সংশোধনীর মাধ্যমে, এমন একটি বিধান প্রণয়ন করা প্রয়োজন যা সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সম্পত্তি অধিগ্রহণের সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কিত যা নিশ্চিত করে যে এই ধরনের অধিগ্রহণের জন্য প্রদেয় পরিমাণ কোনওভাবেই অনুচ্ছেদ ৩০ দ্বারা সংখ্যালঘুদের প্রদত্ত অধিকারকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না।

৮. এটি যুক্তি দেওয়া হয় যে এআইটিসিই বিধি, রাজ্য বিধি এবং ইউজিসি (বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন) বিধি অনুসারে, যার অধীনে অধিভুক্তকরণ সম্মতি যা শিক্ষাগত প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয়

, একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য অনিবন্ধিত সম্পত্তি আবশ্যক।

৯. এটি আবেদনকারীদের দ্বারা যুক্তি দেওয়া হয়, যখন উত্তরদাতা নং ১-এর জমা দেওয়ার বিরোধিতা করা হয় যে রিটটি প্রয়োজনীয় পক্ষের জামিন অযোগ্যদের জন্য খারাপ, যে অন্যান্য সংস্থাগুলি, যদি থাকে, ডাব্লু. বি. এস. ই. টি. সি. এল দ্বারা দখল করা এলাকার একটি ছোট অংশে দখলে রয়েছে এবং তাই, প্রয়োজনীয় পক্ষ নয়।

১০. ডব্লিউ. বি. এস. ই. টি. সি. এল-এর বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দেন যে ৩০ অনুচ্ছেদের অধীনে প্রদত্ত অধিকার নিরঙ্কুশ নয়। সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদের ভাষা পড়ে, এটি যুক্তি দেওয়া হয় যে এটি ভারতের সমস্ত নাগরিকের সাথে সম্পর্কিত যেখানে ৩০ অনুচ্ছেদে কেবল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্কিত। এমনকি সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদে সমস্ত ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যা ধারণাটি নির্দিষ্ট সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের চেয়ে বিস্তৃত। এটি যুক্তি দেওয়া হয় যে আদালত স্পষ্টভাবে নিষ্পত্তি করেছে যে বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়ার অধিকার একটি মৌলিক অধিকার, যা ভারতের সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদের একটি উপাদান। ট্রান্সমিশন লাইন-ইন-প্রশ্নটি বিভিন্ন এলাকার অসংখ্য মানুষের চাহিদা পূরণ করবে এবং এইভাবে, এই জাতীয় পাবলিক প্রকল্পটি কেবল একটি নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অসুবিধার জন্য স্থগিত করা উচিত নয়।

১১. বিজ্ঞ আইনজীবী, উক্ত প্রসঙ্গে, এই আদালতের সমন্বিত বেঞ্চের রায়ের উপর নির্ভর করে যা এআইআর ২০০৮ ক্যাল ৪৭-এ রিপোর্ট করা হয়েছে [মোলে কুমার আচার্য বনাম চেয়ারম্যান-কাম-ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ডব্লিউবি স্টেট ইলেক্ট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন কোং লিমিটেড এবং অন্যান্য/এবং এআইআর ২০০৯ ক্যাল ৮৭ [ফ্যাশন প্রোপ্রাইটর অশ্বন্ত কুমার মাইতি বনাম পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি লিমিটেড এবং অন্যরা /যার উভয় ক্ষেত্রেই ধারা ৪৩ যুক্ত বলে মনে করা হয়েছিল

২১ অনুচ্ছেদের সাথে, আইন অনুসারে ব্যতীত প্রাঙ্গনের দখলে থাকা কোনও ব্যক্তিকে সেখান থেকে উচ্ছেদ না করার অধিকার প্রদান করে, যার মধ্যে বিদ্যুৎ পাওয়ার অধিকার অন্তর্নিহিত।

১২. ডব্লিউ. বি. এস. ই. টি. সি. এল-এর জন্য শিক্ষিত কৌঁসুলি পরবর্তী (২০১৭) ৫ এস. সি. সি ১৪৩ **[পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড বনাম সেঞ্চুরি টেক্সটাইলস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড**/- এ রিপোর্ট করা সুপ্রিম কোর্টের একটি রায় উদ্‌ধৃত করেছেন, যেখানে সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল যে, ৪১০টি টাওয়ারের মধ্যে ৪০৮টি ইতিমধ্যেই নির্মাণ করা হয়েছে এবং রিট পিটিশন দায়ের করার সময় প্রকল্পটি সমাপ্তির পথে ছিল। এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে, সারিবদ্ধকরণ পরিবর্তন করা কেবল অসম্ভব ছিল না কারণ প্রায় পুরো কাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল, তবে ট্রান্সমিশন প্রকল্পটি জনসাধারণের সুবিধার জন্য এবং সমস্ত রাজ্যের জন্য জাতীয় গুরুত্বের ছিল যার মাধ্যমে উক্ত ট্রান্সমিশন লাইনটি পাস হয়েছিল।

১৩. ১৮৮৫ সালের টেলিগ্রাফ আইনের বিধান অনুসারে, বৃহত্তর জনস্বার্থে টেলিগ্রাফ এবং/অথবা বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন স্থাপনের জন্য নিরবচ্ছিন্ন প্রবেশাধিকার অপরিহার্য। সারা দেশের গ্রামগুলিতে বিদ্যুতায়ন এবং টেলিগ্রাফ লাইনের প্রাপ্যতা দেশের বৃদ্ধি ও উন্নয়ন এবং অর্থনীতি এবং নাগরিকদের কল্যাণ ও অগ্রগতির জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় প্রয়োজনীয়তা, এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

১৪. ডব্লিউ. বি. এস. ই. টি. সি. এল-এর শিক্ষিত কৌঁসুলি পরবর্তী যুক্তি দিয়েছিলেন যে বর্তমান ক্ষেত্রে, প্রস্তাবিত ২০ টি টাওয়ারের মধ্যে প্রায় ১৭ টি ইতিমধ্যে ইনস্টল করা হয়েছে। উপরন্তু, উক্ত টাওয়ারগুলি স্থাপনের আগে সংশ্লিষ্ট মুজা সম্পর্কিত আইনের পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিজ্ঞপ্তি যথাযথভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। আবেদনকারীরা কোনও সময়েই এই ধরনের ইনস্টলেশনের বিরোধিতা করেননি।

১৫. এরপরে যুক্তি দেওয়া হয় যে আবেদনকারীদের সম্পত্তিতে টাওয়ার-ইন-প্রশ্ন স্থাপন করা হবে না, তবে কেবল এইচটি লাইনটি তার উপর দিয়ে যাবে। যে কোনও ক্ষেত্রে, লাইনগুলি স্থল স্তর থেকে ১৪.২ মিটার উচ্চতায় চলবে এবং বেশিরভাগ জলাশয়ের উপর দিয়ে যাবে। অতএব, আবেদনকারীরা কোনওভাবেই বিরূপভাবে প্রভাবিত হবে না।

১৬. যুক্তি দেওয়া হয় যে এমনকি আবেদনকারীরা বিদ্যুৎ সংযোগ চেয়েছেন এবং এই ধরনের সংযোগ ব্যবহার করছেন এবং হাই টেনশন লাইন থেকে বিদ্যুৎ টানার প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করেছেন।

১৭. তা ছাড়া, শিক্ষিত পরামর্শদাতা যুক্তি দেন যে এইচটি লাইন স্থাপন করা সম্পত্তি অধিগ্রহণের সমতুল্য নয় বরং সীমিত উদ্দেশ্যে কেবল এর ব্যবহারকারী।

১৮. বিজ্ঞ আইনজীবী **ইসলামিক অ্যাকাডেমি অফ এডুকেশন এবং আরেকটি বনাম কর্ণাটক রাজ্য এবং অন্যান্য, (২০০৩) ৬ এস. সি. সি ৬৯৭-এ** রিপোর্ট করা, এই প্রস্তাবের জন্য যে অনুচ্ছেদ ৩০ একটি পরম অধিকার নয়।

১৯. সুতরাং, এটি যুক্তি দেওয়া হয়, রিট পিটিশনটি খারিজ করা উচিত।

২০. পক্ষগুলির পক্ষ থেকে বিজ্ঞ পরামর্শ শুনেছি। শুরুতে, অনুচ্ছেদ ৩০ (১ক) এবং অন্যান্য মৌলিক অধিকারের মধ্যে আন্তঃক্রিয়া পক্ষগুলির দ্বারা উদ্ধৃত রায়গুলির আলোকে নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

২১. **রেভারেন্ড সিধাজভাত সভাই (উপরে)** সম্পর্কিত হিসাবে, উক্ত রায়টি সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা ৩০ আগস্ট, ১৯৬২-এ দেওয়া হয়েছিল, যেখানে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩০-এর উপ-অনুচ্ছেদ (১এ) অনেক পরে, ২০ জুন, ১৯৭৯ থেকে সংবিধানের ৪৪২ সংশোধনী আইন দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছিল। অতএব, উক্ত রায়ের কিছুই সংবিধানের উপ-অনুচ্ছেদ (১ক)-এর সূক্ষ্মতার সাথে সম্পর্কিত নয়, যা হল আবেদনকারীদের মামলার ভিত্তি। যাই হোক না কেন, সুপ্রিম কোর্ট,

উক্ত রায়ে, অনুচ্ছেদ ৩০ (১ক)-এর প্রেক্ষাপটে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে এটি একটি পরম অধিকার এবং অনুচ্ছেদ ১৯-এর প্রয়োগের মাধ্যমে এটিকে দুর্বল করা যাবে না।

২২. এই ধরনের প্রস্তাব বর্তমান ক্ষেত্রে বিতর্কিত নয়।

২৩. *দ্য সোসাইটি অফ সেন্ট জোসেফস কলেজ* (উপরে উল্লিখিত)-এর ক্ষেত্রে, সুপ্রিম কোর্ট, ধারা (১এ)-এর প্রসঙ্গ বিবেচনা করার সময়, এই আবেদনটি গ্রহণ করতে অস্বীকার করে যে ৩০ অনুচ্ছেদের ধারা (১এ)-এর বিধানগুলি বিদ্যমান জমি অধিগ্রহণ আইনের মধ্যে পড়া উচিত সুপ্রিম কোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছে যে, শুধুমাত্র সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণের জন্য এই আইন প্রণয়ন করার প্রয়োজন নেই, তবে সম্পত্তির বাধ্যতামূলক অধিগ্রহণের জন্য সাধারণভাবে বিধান করা একটি আইনে সংশোধনীর মাধ্যমে এমন একটি বিধান প্রণয়ন করা প্রয়োজন যা বিশেষভাবে এই ধরনের সম্পত্তি অধিগ্রহণের সাথে সম্পর্কিত যা নিশ্চিত করে যে এই ধরনের অধিগ্রহণের জন্য প্রদেয় পরিমাণ কোনওভাবেই ৩০ নং অনুচ্ছেদ দ্বারা সংখ্যালঘুদের প্রদত্ত অধিকারকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না।

২৪. *ইসলামিক অ্যাকাডেমি অফ এডুকেশনে* (উপরে উল্লিখিত) সুপ্রিম কোর্ট পূর্ববর্তী রায়গুলি নিয়ে আলোচনা করার সময় পর্যবেক্ষণ করেছে যে সংখ্যালঘুদের নিজস্ব পছন্দের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করার মৌলিক অধিকার রয়েছে। এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে ৩০ অনুচ্ছেদের (১) ধারার অধীনে অধিকার নিরঙ্কুশ নয়, এবং যুক্তিসঙ্গত প্রবিধানের সাপেক্ষে যা দেশের জনস্বার্থ ও জাতীয় স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে তৈরি করা যেতে পারে। এটিও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে ৩০ (১) অনুচ্ছেদের অধীনে প্রদত্ত অধিকার পুরোপুরি ব্যবহার করা যাবে না এবং অযৌক্তিকভাবে। উক্ত রায়ের ১০১ অনুচ্ছেদে, ডব্লিউ. বি. এস. ই. টি. সি. এল দ্বারা উদ্ধৃত

, সুপ্রিম কোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছে যে সংবিধানের ৩০ অনুচ্ছেদের (১ক) ধারার বিপরীতে, সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সম্পত্তি মোটেও দখল করা যাবে না বলে দাবি করা আইনের সঠিক প্রস্তাব হবে না। তাদের একমাত্র অধিকার যা রয়েছে তা হল যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাতে তারা অন্য কোনও জায়গায় অন্য কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। এমন একটি বিষয় উত্থাপন করার জন্য একটি অনুমানমূলক প্রশ্ন উত্থাপন করার প্রয়োজন নেই যা খুব বেশি পরিণতির নয় এবং যখন আইন তৈরি করা হয়, তখন তাদের সাংবিধানিকতা তাদের নিজস্ব যোগ্যতার ভিত্তিতে পরীক্ষা করতে হবে। সুপ্রিম কোর্ট অনুমানমূলক প্রশ্নের উপর পূর্বনির্ধারিত উত্তর দেওয়ার নিন্দা করেছে।

২৫. কোনও সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা জাতীয় স্বার্থ বা প্রবিধানের অনুমোদিত সীমার বিরুদ্ধে বলে প্রমাণিত হলে, এটি নৈতিকতা, জনশৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য, জাতীয় স্বার্থ এবং অনুরূপ বিবেচনা বজায় রাখার লক্ষ্যে গ্রহণ করা যেতে পারে, যা রাষ্ট্রকে প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করার বা তার পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষমতা দেবে, যদিও এটি কেবল চরম ক্ষেত্রেই করা যেতে পারে। গুরুতর অব্যবস্থাপনা এবং প্রয়োজনীয়তার শংসাপত্রের শর্ত লঙ্ঘনের ক্ষেত্রেও, রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করার ক্ষমতা থাকতে পারে।

২৬. বর্তমান মামলার ক্ষেত্রে, আবেদনকারীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রতিরোধ করার জন্য এমন চরম পরিস্থিতি ঘটেনি।

২৭. ইসলামিক একাডেমি অফ এডুকেশন (সুপ্রা) -এ নির্ধারিত অনুপাত অনুসারে, ৩০(১) অনুচ্ছেদের অধীনে প্রদত্ত অধিকারকে নিরঙ্কুশ নয় বরং যুক্তিসঙ্গত ব্যতিক্রম এবং অপ্রতিরোধ্য জনস্বার্থের সাপেক্ষে গণ্য করা হয়েছে।

২৮. দ্য সোসাইটি অফ সেন্ট জোসেফস কলেজে (উপরে) সুপ্রিম কোর্ট এই বিষয়টির উপর জোর দিয়েছিল যে, এটি বিদ্যমান আইনের সংশোধনী হোক বা অধিগ্রহণের জন্য একটি নতুন আইন প্রণয়ন, সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানগুলিকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য যথাযথ বিধান তৈরি করতে হবে, যা ৩০ (১) অনুচ্ছেদের অধীনে প্রদত্ত অধিকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

২৯. অতএব, উপরোক্ত রায়গুলি যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে পড়ে, রাষ্ট্রের উপর নিষেধাজ্ঞা কোনও সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের কোনও সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে অধিগ্রহণ করার জন্য নয়, বরং এই ধরনের সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষেত্রে।

৩০. উত্তরদাতাদের যুক্তি যতই উদ্বিগ্ন, এটা ভালোভাবে মীমাংসা করা হয়েছে যে বিদ্যুৎ পাওয়ার অধিকার সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদের একটি উপাদান হিসাবে পড়া হয়েছে, যা জীবনের অধিকার প্রদান করে।

৩১. যথাযথ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়, পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (উপরে) একটি প্রকল্পের জনস্বার্থকেও অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং বলেছে যে টেলিগ্রাফ আইন, ১৮৮৫-এর বিধানগুলির অধীনে, টেলিগ্রাফ এবং/অথবা বিদ্যুৎ ট্রান্সমিশন লাইন স্থাপনের অবাধ প্রবেশাধিকার বৃহত্তর জনস্বার্থে অপরিহার্য, যা একটি দেশ ও অর্থনীতির বৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য এবং নাগরিকদের কল্যাণ ও অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয়।

৩২. এইভাবে মূল বিষয়টি হল সংবিধানের ৩০ নং অনুচ্ছেদ এবং অপ্রতিরোধ্য জনস্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা।

৩৩. বর্তমান ক্ষেত্রে, আবেদনকারীদের যুক্তিতে একটি মৌলিক ভুল রয়েছে। এর অধীনে ট্রান্সমিশন কোম্পানি দ্বারা প্রয়োগ করা অধিকার ১৮৮৫ সালের টেলিগ্রাফ আইনটি বিদ্যুতের ক্ষেত্রে সক্রিয় করা হয়েছে

বিদ্যুৎ আইন, ২০০৩-এর ধারা ১৬৪-এর ভিত্তিতেও ট্রান্সমিশন সংস্থাগুলি, যা টেলিগ্রাফ আইন, ১৮৮৫-এর ধারা ১০-এর অধীনে কোনও স্থাবর সম্পত্তির অধীনে, উপরে, পাশে বা জুড়ে একটি লাইন স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করার এবং পোস্ট করার কর্তৃত্ব দেয়।

৩৪. ধারা ১৬-এ বিবাদগুলি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রেরণ করা বা ক্ষতিপূরণের অপর্যাপ্ততার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা বিচারকের কাছে আবেদন করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

৩৫. ধারা ১৬ (৪)-এ বলা হয়েছে যে, ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী ব্যক্তি বা আগ্রহী ব্যক্তিরা যে অনুপাতে তা ভাগ করে নেওয়ার অধিকারী তা নিয়ে যদি কোনও বিরোধ দেখা দেয়, তা হলে টেলিগ্রাফ কর্তৃপক্ষ জেলা বিচারকের আদালতে "তিনি যে পরিমাণ পরিমাণ যথেষ্ট বলে মনে করেন" বা যেখানে বিতর্কিত পক্ষগুলি লিখিতভাবে দরপত্রের পরিমাণ যথেষ্ট বলে স্বীকার করেছে, বা উপ-ধারা (৩)-এর অধীনে পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে, সেই পরিমাণ প্রদান করতে পারে।

৩৬. ধারা ১৬-এর একটি বিস্তৃত পাঠ দেখায় যে আইনটি ক্ষতিপূরণ গণনার কোনও নির্দিষ্ট পদ্ধতি গণনা করেনি, তবে জেলা বিচারকের দ্বারা কোনও বিরোধের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি উন্মুক্ত রেখেছে।

৩৭. উভয় পক্ষের উদ্ধৃত সুপ্রিম কোর্টের বিভিন্ন রায় দ্বারা এটি সুপ্রতিষ্ঠিত হয় যে অনুচ্ছেদ ৩০ (১ক) রাজ্যকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদান সাপেক্ষে কোনও সম্পত্তি অর্জন করতেও বাধা দেয় না।

৩৮. সেন্ট জোশেফ (উপরে) এবং ইসলামিক অ্যাকাডেমি অফ এডুকেশনে (উপরে) বর্ণিত যথাযথ ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ৩০ (১) অনুচ্ছেদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে, যা প্রদান করে যে সমস্ত সংখ্যালঘুদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার অধিকার থাকবে

তাদের পছন্দের প্রতিষ্ঠান। ধারা (১ক)-তে বলা হয়েছে যে, এই ধরনের সম্পত্তির বাধ্যতামূলক অধিগ্রহণের বিধানকারী কোনও আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে রাজ্য নিশ্চিত করবে যে, এই ধরনের সম্পত্তির অধিগ্রহণের জন্য এই ধরনের আইনের দ্বারা নির্ধারিত বা নির্ধারিত পরিমাণ এমন হবে যা প্রকরন (১)-এর অধীনে প্রদত্ত অধিকারকে সীমাবদ্ধ বা বাতিল করবে না।

৩৯. অতএব, ৩০ অনুচ্ছেদের (১ক) এবং (১) প্রকরনের সংমিশ্রণে বলা হয়েছে যে, এই ধরনের সম্পত্তি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে যে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে তা সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের পছন্দের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করার অধিকার পেতে সক্ষম করার জন্য যথেষ্ট হবে, এই ধারণাটি যে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য একটি বিকল্প স্থান থাকার জন্য ক্ষতিপূরণ যথেষ্ট হবে।

৪০. এই প্রসঙ্গে পড়ুন, যে কোনও ক্ষেত্রে, আবেদনকারীদের জন্য এই মুহূর্তে ট্রান্সমিশন সংস্থার দ্বারা ইনস্টল করার জন্য অনুরোধ করা বিদ্যুৎ লাইনের রুটটি স্থানান্তরিত করার আবেদন করা অপরিণত হবে। আবেদনকারীদের দ্বারা ক্ষতিপূরণ দাবি করার উপযুক্ত পর্যায়টি কেবল তখনই হবে যখন কাজ শেষ হয়ে যাবে এবং আবেদনকারীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে, যদি আদৌ হয়, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা মূল্যায়ন করা যেতে পারে। বিরোধের ক্ষেত্রে, আবেদনকারীরা খুব ভালভাবে জেলা বিচারকের কাছে যোগাযোগ করতে পারেন যার এখতিয়ার রয়েছে তাদের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতে এবং টেলিগ্রাফ আইনের ধারা ১৬-এর সাথে পাঠ করা সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩০ (১)-এর আলোকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দাবি করতে।

৪১. এখানে আরও একটি মৌলিক প্রশ্ন জড়িত রয়েছে। এটি হল, সম্পত্তির উপর হাই টেনশন লাইন আঁকার পরিমাণ সম্পত্তির "অধিগ্রহণ" হবে কি না । "অধিগ্রহণ" শব্দটি বোঝায় যে

সমগ্র সম্পত্তি রাজ্যের হাতে ন্যস্ত এবং এর নিয়ন্ত্রণ জমির মালিকের কাছ থেকে নেওয়া হয়।

৪২. যাইহোক, বিদ্যুৎ আইন, ২০০৩-এর ধারা ১৬৪-এর অধীনে প্রদত্ত অধিকার, যা টেলিগ্রাফ আইন, ১৮৮৫-এর ধারা ১০-এর সাথে পড়ে, তা অনেক কম অধিকার, শুধুমাত্র সম্পত্তির উপর, নীচে, পাশে বা জুড়ে রেখা আঁকার জন্য। সর্বোপরি, উক্ত আইনের ধারা ১১-এর অধীনে, লাইন বা পোস্ট মেরামত বা অপসারণের জন্য কর্তৃপক্ষের সম্পত্তিতে প্রবেশের আরও সীমিত অধিকার রয়েছে।

৪৩. সুতরাং, সংবিধানের ৩০ (১ক) অনুচ্ছেদের আহ্বান বর্তমান ক্ষেত্রে ভুল ধারণা করা হয়েছে, কারণ অভিযোগ করা আইনটি জমি অধিগ্রহণের সমতুল্য নয়।

৪৪. উপরন্তু, বর্তমান মামলার তথ্যে, সম্পত্তি থেকে ১৪.২ মিটারেরও বেশি উচ্চতায় রেখাটি টানা হচ্ছে। বেশিরভাগ সম্পত্তি একটি জলাশয়।

৪৫. অতএব, কল্পনার কোনও বিস্তারের অধীনে আর্টিকেল ৩০ (১ক)-এর কঠোরতা আকর্ষণ করার জন্য হাই টেনশন লাইনের ড্রয়ালকে "অধিগ্রহণ" হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে না।

৪৬. এই বিষয়টির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, সংশ্লিষ্ট বিদ্যুতায়ন প্রকল্পের আওতায় ইতিমধ্যেই ২০টি টাওয়ারের মধ্যে ১৭টি টাওয়ার স্থাপন করা হয়েছে। হাই টেনশন ট্রান্সমিশন লাইনটি এলাকার এবং অন্যত্র সমাজের বিশাল অংশের চাহিদা মেটানোর জন্য, যার মধ্যে আবেদনকারীরাও রয়েছেন, যাঁরা এর সুবিধাভোগী হবেন।

৪৭. এই ধরনের অপ্রতিরোধ্য জনস্বার্থকে ৩০ (১) অনুচ্ছেদের অধীনে আবেদনকারীদের অধিকারকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য একপাশে সরিয়ে রাখা যাবে না, যেমনটি বলা হয়েছে ইসলামিক একাডেমির পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ দ্বারা (উপরে)।

৪৮. উপরোক্ত বিবেচনার পরিপ্রেক্ষিতে, এটা বলা যাবে না যে আবেদনকারীদের সম্পত্তির উপর উচ্চ উত্তেজনা রেখা আঁকতে ডব্লিউ. বি. এস. ই. টি. সি. এল-কে বাধা দেওয়া হবে।

৪৯. অতএব, ২০২৩ সালের ডব্লিউ. পি. এ. খরচ সংক্রান্ত কোনও আদেশ ছাড়াই খারিজ করা হয়েছে। তবে, এই আদেশের কোনও কিছুই আবেদনকারীদের, যদি তারা পছন্দ করে, পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণের জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার উপর আঞ্চলিক এখতিয়ারযুক্ত সংশ্লিষ্ট জেলা বিচারকের কাছে যেতে বাধা দেবে না, প্রশ্নটির কাজ শেষ হওয়ার পরে আবেদনকারীদের অধিকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যদি এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি করা হয়, তবে জেলা বিচারক আইন অনুসারে, সংশ্লিষ্ট সকলকে পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়ার পরে, উপরে বর্ণিত পর্যবেক্ষণগুলির দ্বারা কোনওভাবেই যোগ্যতার উপর প্রভাবিত না হয়ে একই সিদ্ধান্ত নেবেন।

৫০. জরুরি প্রত্যয়িত সার্ভার কপি, যদি আবেদন করা হয়, তবে দলগুলিকে জারি করা হবে যথাযথ আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার উপর।

(বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly